যুগান্তর

তারিখ 19 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে

যুগান্তর রিপোর্ট

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ দশমিক ৮ ভাগ। চলতি অর্থবছরে এ হার ছিল ২ দশমিক ২ ভাগ। সেই হিসেবে এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে ছয় হাজার ১৬২ কোটি টাকা কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এটা অপ্রতুল। ব্র্যাক এবং ইন্সটিটিউট ফর ইনফরমেটিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টেরের (আইআইডি) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে এ তথ্য উঠে এসেছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে 'পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মানসম্মত শিক্ষা' শীর্ষক এ সেমিনারে অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর। সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ব্র্যাকের ঊর্ধ্বতন পরিচালক আসিফ সালেহ এবং আইআইডিও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইদ আহমেদ। সেমিনারে যৌথভাবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আসিফ সালেহ এবং সাইদ আহমেদ। এতে বলা হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্বল মনিটরিং ও কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষতার অভাব রয়েছে। গত বাজেটে শিক্ষা খাতকে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, এবার তা হয়নি। মূল্যস্ফীতিকে আমলে নিলে এবার ২ হাজার ৯২২ কোটি টাকা বেশি দেয়ার কথা, কিন্তু তা দেয়া হয়নি। এর পর মুক্ত আলোচনায় অতিথিরা কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— শিক্ষা খাতের বাজেট বাড়ানো, মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা, শিক্ষার হারের চেয়েও গুণগতমানকে গুরুত্ব দেয়া, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কাজে সমন্বয় বাড়ানো ইত্যাদি।

ব্র্যাক-আইআইডির সেমিনার

সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। ২ বছর ধরে নতুন কারিকুলাম করেছি। সেই কারিকুলামের আঙ্গিকে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলব। ১০ লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে দেশ অনেক এগিয়েছে। অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান শিক্ষাক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ঘাটতির কথা স্বীকার করে বলেন, আমরা এখন শিক্ষার হার বাড়ানোর চেষ্টা করছি, তার পর গুণগতমানের দিকে গুরুত্ব দেব। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচটি জেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষার উন্নয়নে শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না, এ ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে।